পবিত্র কোরআনে হুদ (আ:) ও আ'দ জাতির ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হুদ (আ:) ও আ'দ জাতির ঘটনা-৪"**

আ'দ ছিলো আরবের প্রাচীনতম জাতি। আরবের সাধারণ মানুষের মুখে মুখে এদের কাহিনী প্রচলিত ছিল। ছোট ছোট শিশুরাও তাদের নাম জানতো। তাদের অতীত কালের প্রভাব প্রতিপত্তি ও গৌরব-গাঁথা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। এরপর তাদের নাম-নিশানা মুছে যাওয়াটাও প্রবাদের রূপ নিয়েছিল। তাদের এ বিপুল পরিচিতির কারণেই "আদি" শব্দটি আরবী ভাষায় ব্যবহার হয় প্রাচীন ও পুরাতন জিনিসের জন্য। প্রাচীন ধংসাবশেষকেও "আদিয়াত" বলা হয়। আরবি কবিতায় এ জাতির নামের ব্যবহার প্রচুর পাওয়া যায়।

এদের বাসস্থান ছিল "আহকাফ" এলাকা। হিজাজ, ইয়ামান ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী "রাবয়ুল খালীর" দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখান থেকে অগ্রসর হয়ে আ'দ জাতি ইয়ামনের পশ্চিম সমুদ্রোপকূল এবং ওমান ও হাজরা মাউত থেকে ইরাক পর্যন্ত নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিস্তৃত করেছিল। হাজরা মউতের এক জায়গায় হুদ (আ:) এর একটি কবরও পরিচিতি লাভ করেছে। আ'দ জাতিকে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করে দিয়েছিলন তাদের কুকর্মের জন্য। এদেরকে প্রথম আ'দ বলা হয়। হুদ (আ:) এর সাথে যাদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়েছিলেন তাদেরকে দ্বিতীয় আ'দ বলা হয়। তারা ছিলেন হুদ (আ:) অনুসারী।

১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে James R Wellsted ইংরেজ নৌসেনাপতি "হিসনে গুরারে" একটি পুরাতন স্মৃতি ফলকের সন্ধান লাভ করেন। স্মৃতি ফলকটি হজরত ঈসা (আ:) এর জন্মের ১৮ শত বছর পূর্বের মনে করা হচ্ছে। এ স্মৃতি ফলককে লেখা এটা প্রমাণ করে যে, এই এলাকায় হযরত হুদ ও আ'দ জাতির বাসস্থান ছিল। স্মৃতি ফলকের লেখা নিম্নরূপ:

"আমরা সুদীর্ঘকাল এই দুর্গে এমন অবস্থায় অতিবাহিত করেছিলাম যখন অভাব অনটন আমাদের জীবন থেকে ছিলো অনেক দূরে। আমাদের খালগুলো নদীর পানিতে ভরে থাকতো এবং আমাদের শাসকগন এমন ধরণের বাদশাহ ছিলেন, যারা ছিলেন অসৎ চিন্তা মুক্ত এবং দুস্কৃতিকারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী প্রতি কঠোর মনোভাবাপন্ন। তারা হুদের শরীয়ত অনুযায়ী আমাদের উপর শাসনকার্য পরিচালনা করতেন এবং উত্তম ফয়সালা সমূহ একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করে নিতেন। আমরা মুজিযা ও মৃত্যুর পর পুনরুথানের প্রতি ঈমান রাখতাম।"

প্রাচীন প্রথম আ'দ (যাদের ধ্বংস করা হয়েছিল), তারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে মেনে নিতো, কিন্তু তার (আল্লাহর) সাথে শরীক করতো। কাউকে "বৃষ্টির" দেবতা, কাউকে "বায়ুর" দেবতা, কাউকে "ধনসম্পদ" দেবতা, কাউকে "রোগের" দেবতা ইত্যাদিকে আল্লাহর সাথে শরীকদার বানিয়ে নিয়েছিল।

ঠিক আজকাল যেমন কোনো মানুষকে অথবা মূর্তিকে দেবতা বানানো হয় "গাউস" (ফরিয়াদ শ্রবণকরী) "দাতা", "বিপদ মোচনকারী", "গনজ বখশ", (গুপ্ত ধনভাণ্ডার) দানকারী ইত্যাদি।

মক্কার মুশরিক ও কুরাইশরাও আল্লাহকে সৃস্টিকর্তা হিসাবে মেনে নিত। কিন্তু তাঁর সাথে এমন অসংখ্য মূর্তি বানিয়ে তাদেরকেও শরীকদার মনে করতো এবং এ সমস্ত দেব-দেবী,সমাজপতি, রাষ্ট্রপতির পূজা অর্চনা করতো। নূহ (আ:) এর পরে আ'দ জাতি এ সমস্ত শিরকী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে অনাচার, জুলুম, নিপীড়ন ও অত্যাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এদেরকে সংশোধন ও সতর্ক করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা হুদ (আ:) কে প্রেরণ করেন।

বিভিন্ন সুরার উল্লেখিত আদ জাতি ও হযরত হুদ (আ:) এর দাওয়াত জাতির জওয়াব এবং পরিণামে সংক্রান্ত আয়াতগুলো কয়েকটি খণ্ডে পেশ করা হবে ইনশাল্লাহ।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u>

১. আর আমরা আদ ও সামুদ জাতিকেও ধংস করে দিয়েছিলাম। তাদের বিরান বাড়িঘরে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট প্রমান। শয়তান তাদের মন্দ কর্মকান্ড তাদের কাছে চাকচিক্যময় করে রেখেছিল। এবং সে (শয়তান) তাদেরকে সঠিক পথে আসতে বাধা সৃষ্টি করে।

وَعَادًا وَّثَمُوْدَا۠ وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۫ وَزَيَّنَ لَهُمُ
الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ۙ﴿۳۸﴾

আমি আ'দ ও সামুদকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের বাড়ী-ঘর থেকেই তাদের অবস্থা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল হুশিয়ার। (সূরাঃ আল-আনকাবুত ২৯:৩৮)

২. এদের আগেও রাসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের কওম। আদ জাতি এবং খুঁটি ও লাঠির অধিপতি ফেরাউন।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۙ﴿۱۲﴾

তাদের পূর্বেও রাসূলদেরকে মিথ্যারোপ করেছিল নূহের সম্প্রদায়, আদ ও বহু শিবিরের অধিপতি ফেরাউন।
(সূরাঃ সোয়াদ ৩৮:১২)

৩. আদ জাতি অন্যায়ভাবে দেশে দম্ভ করেছিল। তারা বলেছিল, আমাদের চেয়ে শক্তিমান আর কে আছে? তবে কি তারা ভেবে দেখেনি যে, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিমান। তারা আমাদের আয়াতকে অস্বীকার করতো।

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قَالُوْا مَنْ اَشَدُّ
مِنَّا قُوَّةً ؕ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ
وَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿١٥﴾

যারা ছিল আদ সম্প্রদায়, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর ? বস্তুতঃ তারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করত। (সূরাঃ হামিম সাজদাহ ৪১:১৫)

৪. ফলে আমরা তাদের প্রতি পাঠিয়েছিলাম প্রচন্ড ঝড়বায়ু এক অশুভ দিনে, তাদেরকে দুনিয়ার জীবনের লাঞ্চনা কর আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতে। তাছাড়া আখিরাতের আযাব তো এর চাইতেও অপমানকর।

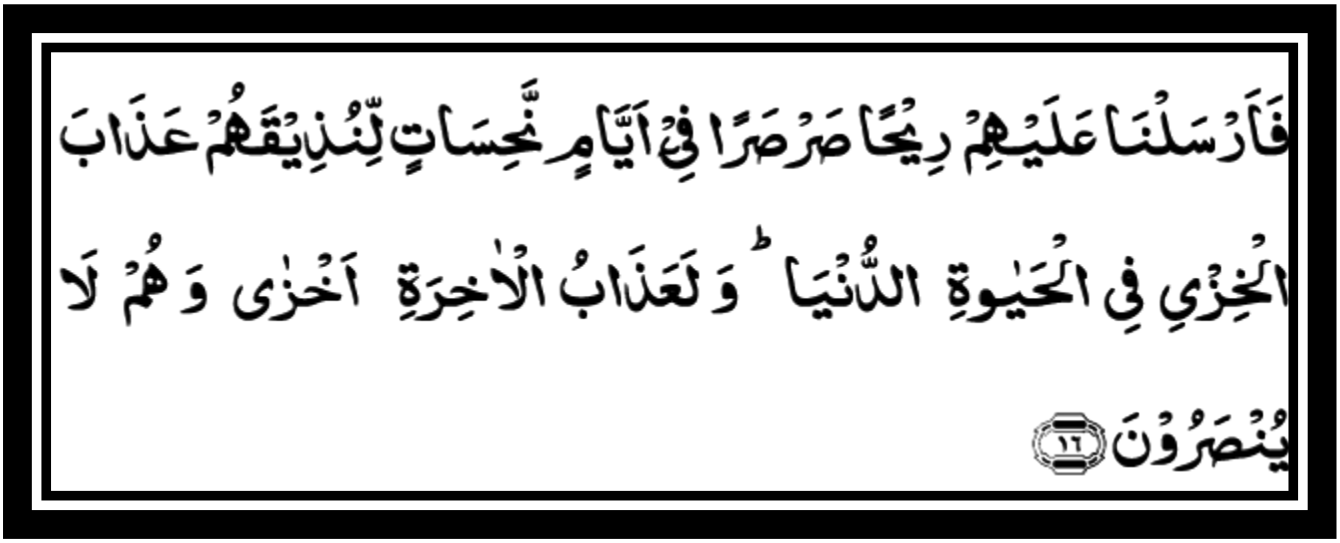
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْۤ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ
الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَ هُمْ لَا
يُنْصَرُوْنَ ﴿١٦﴾

অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার আযাব আস্বাদন করানোর জন্যে তাদের উপর প্রেরণ করলাম ঝঞ্ঝাবায়ু বেশ কতিপয় অশুভ দিনে। আর পরকালের আযাব তো আরও লাঞ্ছনাকর এমতাবস্থায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। (সূরাঃ হামিম সাজদাহ ৪১:১৬)

৫. স্মরণ করো, আদ জাতির ভাই হুদের কথা, সে তার আহকাফবাসী জাতিকে সতর্ক করেছিল। সে তাদের বলেছিল, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করো না। আমি তোমাদের উপর এক কঠিন দিনের আজাবের আশঙ্কা করছি।

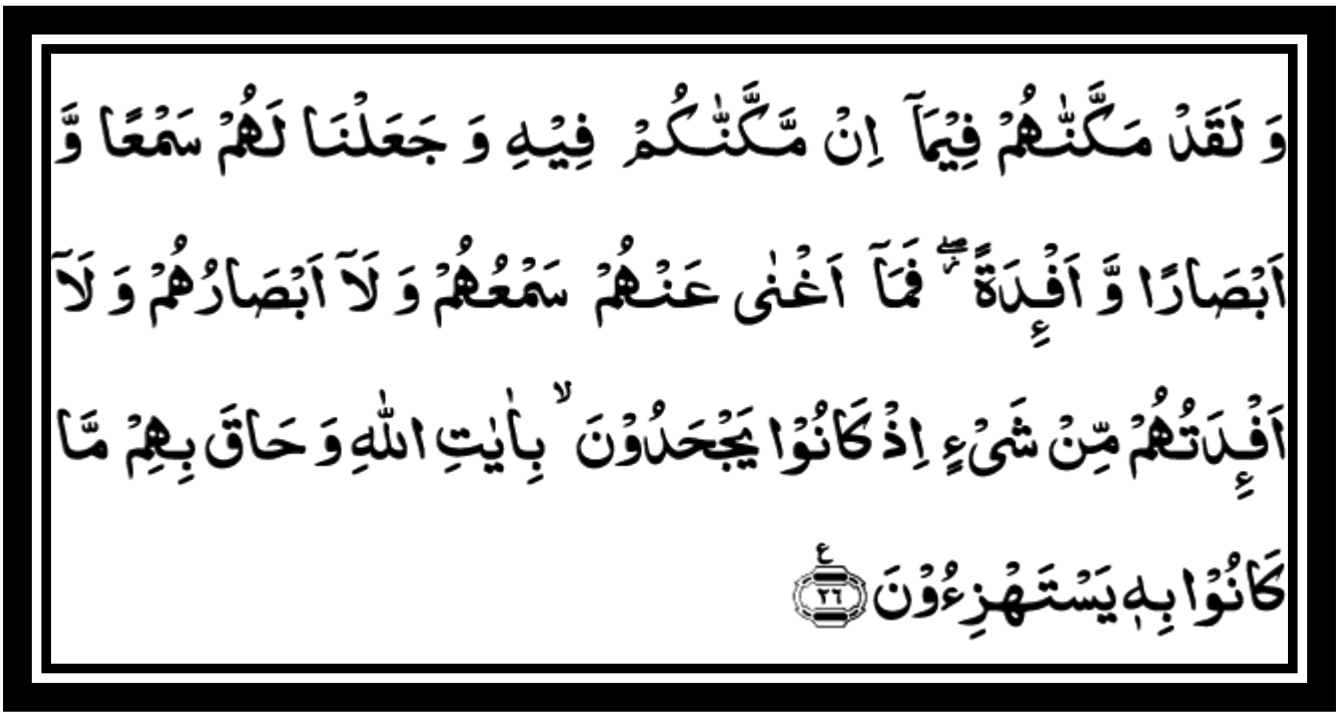
وَ لَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَاۤ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّ
اَبْصَارًا وَّ اَفْـِٕدَةً ۖ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ لَاۤ اَبْصَارُهُمْ وَ لَاۤ
اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا
كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٢٦﴾

আমি তাদেরকে এমন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যে বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা দেইনি। আমি তাদের দিয়েছিলাম, কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়, কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসল না, যখন তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করল এবং তাদেরকে সেই শাস্তি গ্রাস করে নিল, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করত। (সূরাঃ হামিম সাজদাহ ৪৬:২১)

আহকাফবাসী সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য উল্লেখ করা হচ্ছে। আল্লাহর আযাব যে এলাকার উপর এসেছিল, তার কিছু কিছু নিদর্শন এখনো রয়েছে, মানুষের শিক্ষা গ্রহণ ও সংশোধনের জন্য। **هقف** শব্দটি একবচন। **أحقاف** এর বহুবচন। এর অর্থ বালুর এমন সব লম্বা লম্বা টিলা, যা উচ্চতায় পাহাড়ের সময় নয়। এটা আরব মরুভূমির **أر ربي الخالي** (আররাবেয় আলখালি) দক্ষিণ পশ্চিম অংশের নাম। বর্তমানে সেখানে জনবসতি নেই।

কুরআন মজীদ আমাদের বলছে, আদ জাতির আদি বাসস্থান ছিল আহক্বাফ। এখান থেকে বেরিয়ে তারা আশেপাশের দেশসমূহে ছড়িয়ে পরেছিলো। বর্তমান এই এলাকা একটি বিশাল মরুভুমি। যার অভন্তরীন এলাকায় যাওয়ার সাহস কারো নেই। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে ব্যাভেরিয়ান একজন সৈনিক এর দক্ষিণ প্রান্ত সীমায় পৌঁছেছিল। তার বক্তব্য হলো: যদি হাদ্রামাউতের উত্তর অঞ্চলের উচ্চ ভুমিতে দাঁড়িয়ে দেখা যায়, তাহলে বিশাল এই মরুপ্রান্তর এক হাজার ফুট নীচুতে দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে মাঝে মাঝে এমন সাদা ভূমিখন্ড আছে সেখানে কোন বস্তু পতিত হলে তা বালুকা রাশির নিচে তলিয়ে যেতে থাকে। এবং একেবারে পঁচে খসে যায়। আরবের বেদুইনরা এ অঞ্চলকে ভীষণ ভয় পায়, কোন কিছুর বিনিময়েই সেখানে যেতে চায় না। ব্যাভেরিয়ান সৈনিকটি একাই সেখানে চলে যায়। তার বর্ণনা অনুসারে এখানকার বালু একেবারে মিহিন পাউডারের মতো। সে দূর থেকে তার মধ্যেই একটা দোলক নিক্ষেপ করলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তা তলিয়ে যায় এবং যে রশির সাথে তা বাঁধা ছিল তার প্রান্ত গলে যায়।

৬. তারা বলেছিল, তুমি কি আমাদের ইলাহদের (দেব-দেবীর) পূজা-উপাসনা থেকে বারণ করতে এসেছো? তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে আমাদেরকে যে জিনিসের ভয় দেখাচ্ছ তা এনে দেখাও।

তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্য দেব-দেবী থেকে নিবৃত্ত করতে আগমন করেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দাও, তা নিয়ে আস। (সূরাঃ আল-আহকাফ ৪৬:২২)

৭. হুদ বলেছিল, সে জিনিসের এলেম তো কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা তো একটি জাহেল কওম।

সে বলল, এ জ্ঞান তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আমি যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছি, তা তোমাদের কাছে পৌঁছাই। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মুর্খ সম্প্রদায়। (সূরাঃ আল-আহকাফ ৪৬:২৩)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

৮. তারপর তারা যখন তাদের উপত্যকাসমূহের দিক থেকে মেঘ আসতে দেখলে, তখন তারা বললো, এতো মেঘ, এখন আমাদের এখানে বৃষ্টিপাত হবে। হুদ বললো, না, বরং এই তো সেই জিনিস, তোমরা যার ব্যাপারে তারাহুরা করছিলে, এ হলো সেই ঝড় যাতে রয়েছে বেদনায়ক আযাব।

(অতঃপর) তারা যখন শাস্তিকে মেঘরূপে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখল, তখন বলল, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। হুদ বললো, বরং এটা সেই বস্তু, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা ঝড় এতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।
(সূরাঃ আল-আহকাফ ৪৬:২৪)

৯. এ ঝড় আল্লাহর নির্দেশে ধ্বংস করে দেবে সবকিছুই। তারপর যখন সকাল হলো, তখন বসতি ছাড়া সেখানে আর কিছুই ছিল না। এভাবেই আমরা শাস্তি দিয়ে থাকি অপরাধীদের।

তার পালনকর্তার আদেশে সে সব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে। অতঃপর তারা ভোর বেলায় এমন হয়ে গেল যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না। আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে এমনিভাবে শাস্তি দিয়ে থাকি।
(সূরাঃ আল-আহকাফ ৪৬:২৫)

১০. আমরা তাদের দিয়েছিলাম শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তর। কিন্তু তাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তর তাদের কোনো কাজেই আসেনি, যেহেতু তারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে করেছিল অস্বীকার।

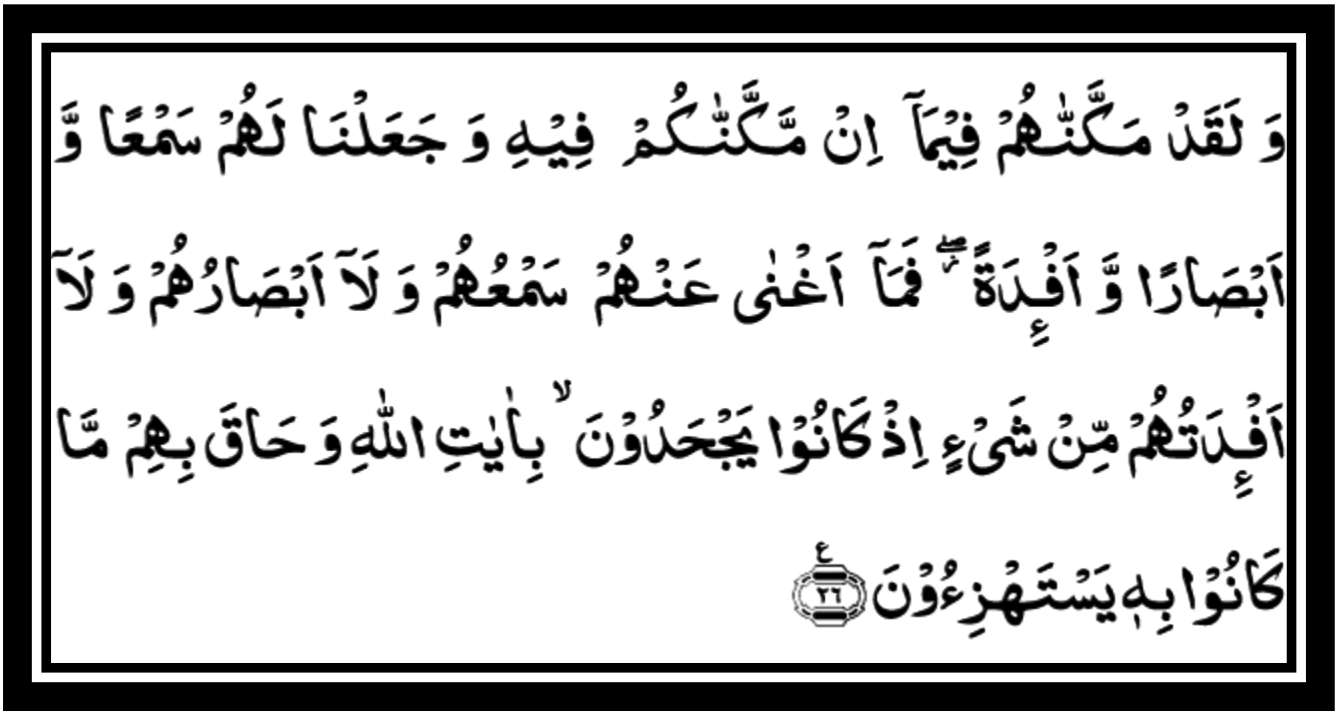
وَ لَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَاۤ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّ
اَبْصَارًا وَّ اَفْـِٕدَةً ۖ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ لَاۤ اَبْصَارُهُمْ وَ لَاۤ
اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا
كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٢٦﴾

আমি তাদেরকে এমন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যে বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা দেইনি। আমি তাদের দিয়েছিলাম, কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়, কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসল না, যখন তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করল এবং তাদেরকে সেই শাস্তি গ্রাস করে নিল, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করত। (সূরাঃ আল-আহকাফ ৪৬:২৬)

১১. আমরা তাদের চারপাশের জনপদসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছিলাম এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমাদের নিদর্শনাবলি বর্ণনা করেছিলাম, যাতে করে তারা ফিরে আসে।

وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَ صَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٧﴾

আমি তোমাদের আশপাশের জনপদ সমূহ ধ্বংস করে দিয়েছি এবং বার বার আয়াতসমূহ শুনিয়েছি, যাতে তারা ফিরে আসে। (সূরাঃ আল-আহকাফ ৪৬:২৭)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

বিভিন্ন জাতির অবাধ্যতার কারণে তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, যাতে করে পরবর্তী বিভিন্ন যুগের মানুষ সতর্ক হয়ে যায় এবং আল্লাহর দাসত্বের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের আয়ু থেকে সময় চলে যাচ্ছে। যদি আমরা সতর্ক না হই এবং আল্লাহর পথে ফিরে না আসি, তবে হঠাৎ একদিন দেখবো আমাদের সামনে মালাকুল মাউত হাজির এবং আমাদের যান কবজ হয়ে যাবে। তখন আফসোস করে কোনও লাভ হবে না, তওবা করে ফিরে আসার পথ বন্ধ হয়ে গেছে এবং আমাদের শাস্তি পেতে হবে। হে আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/